ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
তারিখ ও সময়	:	২০ জুলাই ২০২২, দুপুর ১২:০০ টা
স্থান	:	করবী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি মুল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত এই বিশেষ সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও তা সহনশীল পর্যায়ে রাখা এবং বিদেশ ভ্রমণ সীমিতকরণে মন্ত্রণালয়সমূহকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

০২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণের লক্ষ্যে যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিত ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সে অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ ও উক্ত ক্যাটাগরি পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে প্রস্তাবনাসহ আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি, খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিকল্প উৎসের সন্ধান, কৃষি ভর্তুকি পুনর্গঠন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

০৩। উন্মুক্ত আলোচনায় অফিস কর্মঘন্টা সীমিতকরণ বিষয়ে সিনিয়র সচিব এবং সচিবগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় কর্মঘন্টা সীমিতকরণ বা কর্মদিবস সংকোচনের পরিবর্তে জ্বালানির সচেতন ব্যবহার এবং অপচয়রোধের উপরই অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এ পর্যায়ে ব্যয় সংকোচনে ইতোমধ্যে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সভাপতি সকলকে আহ্বান জানান। এছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। উৎপাদন বাড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং এর বাস্তবায়নে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের গণপ্রচারণার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া সারের নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য বলা হয়। ডেঙ্গু ও তাপদাহে করনীয় বিষয়ে প্রচারণা চালিয়ে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি উদ্যোগসমূহের প্রচারণার জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া এলজিইডি এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বন্যা দুর্গত এলাকায় রাস্তা পুনর্নির্মাণ উদ্যোগ গ্রহন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খোলা বাজার স্থাপনের বিষয় আলোচিত হয়।

০৪। সভাপতি আসন্ন নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সম্প্রীতি সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন বেগবান করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানান। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক গণমাধ্যম এবং অন্যান্য প্রচারণার ক্ষেত্রে সচেতন শব্দচয়ন এবং পরিমিতি বজায় রাখতে সকলকে অনুরোধ জানান।

০৫। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের নিজ এবং আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়সমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রদত্ত বরাদ্দের ২৫% এবং জ্বালানি খাতে বরাদ্দের ২০% ব্যয় হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

খ. অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য সরকারি যানবাহন প্রতি মাসিক জ্বালানি বরাদ্দ ২০% সংকোচনের আদেশ জারির ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

গ. বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি-বেসরকারি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার সংক্রান্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ১৩ মে ২০১৩ তারিখে জারিকৃত ০৪.৪২৩.০২২.০২.০৬.০০১.২০১২.৪৬ নম্বর পরিপত্র যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

ঘ. অনিবার্য না হলে শারীরিক উপস্থিতিতে সভা পরিহার করতে হবে এবং অধিকাংশ সভা অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজন করতে হবে।

ঙ. মন্ত্রণালয়সমূহ বিদেশ ভ্রমণ সীমিতকরণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

চ. মন্ত্রণালয়সমূহ বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা পুনঃপর্যালোচনা করে রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহন করবে।

ছ. অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধিকল্পে অর্থ-বছরের শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনবিআরকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জ. খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাজার মনিটরিং, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মজুদদারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে।

ঝ. কৃষি মন্ত্রণালয় বন্যা দুর্গত এলাকায় কৃষক পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও জমি পতিত না রাখার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ঞ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী পরিবহনে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার যৌক্তিকিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহন করবে।

ট. সকল জেলা, উপজেলায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সজাগ থাকতে হবে।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
ড. আহমদ কায়কাউস
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব